বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

ই-মেইলযোগে

নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ/শানিব্যউবি পরিপত্র নং-০২/২০১৫

তারিখঃ ১৪ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ / ২৮ জুন, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ কর্মসূচী প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই কৃষি খাতকে অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের খাদ্য শস্য উৎপাদনে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি ব্যাংকের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় আগামী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য ব্যাপক ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা আরো সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে Area approach এর ভিত্তিতে শাখা পর্যায় থেকে ঋণ বিতরণের প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক মাঠ পর্যায় থেকে খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয় এবং ব্যাংকের পক্ষে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয় ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত ১৮টি Indicator সম্বলিত একটি Key Performance Indicator(KPI) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ১৮টি Indicator এর মধ্যে ঋণ বিতরণ একটি অন্যতম Indicator। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জনপূর্বক এবং Key Performance Indicator(KPI) এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য ৬৭০০.০০ (ছয় হাজার সাত শত) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছো-যা গত ১৫-০৬-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫৩৯তম সভায় সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হলে পর্ষদ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা একটি নির্দেশক (Indicative Target) মাত্র। ব্যাংককে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমান গুনগত মানসম্পন্ন বিনিয়োগ করা অপরিহার্য। ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে পারফমিং এসেট বৃদ্ধি করতে হবে যাতে ঋণের সুদ আয় বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে অপারেটিং প্রফিট অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কাজেই প্রদত্ত Indicative Target এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো অধিক পরিমান qualitative ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে বাজেট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কার্যাদেশ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০২। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতিনিয়ত দেশের কৃষি জমির পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে বর্তমান ফসল উৎপাদন কাঠামো (Cropping Pattern) পরিবর্তন করতে হবে ও শস্য উৎপাদন নিবিড়তা (Cropping Intensity) বাড়াতে হবে। সাথে সাথে এরিয়া এ্যাপ্রোচ এর ভিত্তিতে যে এলাকায় যে কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সে অঞ্চলের জন্য সে সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক বরাদ্দ রাখতে হবে এবং ঐ সকল এলাকায় এ সব কর্মকান্ডের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কার্যক্রমের(উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটানোর জন্যও নতুন নতুন খাত উদ্ভাবনপূর্বক সে সকল খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কৃষি পন্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ ও ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, চাহিদা মিটানোর জন্য আমাদেরকে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পন্য বিভিন্ন দেশ হতে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানি করতে হয়। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে দেশের কৃষি উন্নয়নে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপরোক্ত ৬৭০০.০০ (ছয় হাজার সাত শত) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪৮০০.০০(চার হাজার আট শত) কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ, ৭০০.০০(সাত শত) কোটি টাকা এসএমই ঋণ, ৭০০.০০(সাত শত) কোটি টাকা কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প এবং ৫০০.০০(পাঁচ শত) কোটি টাকা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত(ফান্ডেড) ঋণ। যার খাত ভিত্তিক বিভাজন নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। ঋণ বিতরণের এই লক্ষ্যমাত্রা পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক বিভাগওয়ারী (এলপিওসহ) খাতভিত্তিক বন্টন করে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

ক্রঃ নং	খাত	লক্ষ্যমাত্রা
১	শস্য	২৮০০.০০ কোটি টাকা
২	সেচ যন্ত্রপাতি	৮.০০ কোটি টাকা
৩	কৃষি যন্ত্রপাতি	১৫.০০ কোটি টাকা
৪	প্রাণিসম্পদ	৫০০.০০ কোটি টাকা
৫	মৎস্য চাষ	৫৩৬.০০ কোটি টাকা
৬	শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ	৫.০০ কোটি টাকা
৭	দারিদ্র বিমোচন	১৩০.০০ কোটি টাকা
৮	অন্যান্য খাত	
	(ক) চলতি মূলধন/চলমান ঋণ-১(কৃষি ঋণ সম্পর্কিত)	৭০০.০০ কোটি টাকা
	(খ) অন্যান্য ঋণ(কৃষি ঋণ সম্পর্কিত)	১০৬.০০ কোটি টাকা
	মোট কৃষি ঋণঃ	৪৮০০.০০ কোটি টাকা
৯	এসএমই (SME) ঋণ	
	(ক) প্রকল্প ঋণ	২০০.০০ কোটি টাকা
	(খ) চলতি মূলধন/চলমান ঋণ-২/ক(এসএমই ঋণের আওতায়)	৫০০.০০ কোটি টাকা
	মোট এসএমই (SME) ঋণঃ	৭০০.০০ কোটি টাকা
১০	কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ	
	(ক) প্রকল্প ঋণ	২০০.০০ কোটি টাকা
	(খ) চলতি মূলধন/চলমান ঋণ-২/খ((কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণের আওতায়)	৫০০.০০ কোটি টাকা
	মোট কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণঃ	৭০০.০০ কোটি টাকা
১১	বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ঋণ (ফান্ডেড)	৫০০.০০ কোটি টাকা
	সর্বমোট ঃ	৬৭০০.০০ কোটি টাকা

চলমান পাতা/০২

০৩। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু কৃষি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার। তাই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের কৃষিতে ব্যাপক অর্থায়ণ। কৃষি ঋণ ছাড়াও দেশে ব্যাপক কৃষি উপকরণ থাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ও এসএমই স্থাপনেরও পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। কাজেই দেশকে শিল্পোন্নত করার লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ও এসএমই খাতেও পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে।

০৪। মাঠ পর্যায় থেকে প্রণীত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করে Key Performance Indicator(KPI) এর ভিত্তিতে বিভাগভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণীত হয়েছে-যা বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা করে সম্ভাব্যতা অনুযায়ী আগামী ৩০-০৬-২০১৫ তাখিের মধ্যে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সংযুক্ত ছকে (পরিশিষ্ট-'খ') বাস্তবসম্মতভাবে উপ-খাতওয়ারী অঞ্চল/কর্পোরেট শাখাওয়ারী বন্টন করে উহার একটি কপি ০৫-০৭-২০১৫ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চল প্রধানগণ অঞ্চলাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনাক্রমে Area approach এর ভিত্তিতে ঋণের উপ-খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা পরিশিষ্ট-'খ'(গত বছরে প্রদত্ত ছক) মোতাবেক আগামী ০৬-০৭-২০১৫ তাখিের মধ্যে শাখাওয়ারী বন্টন করে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরন করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশানুযায়ী শাখাওয়ারী কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের লক্ষ্যে শাখাওয়ারী বন্টনকৃত লক্ষ্যমাত্রার ১টি কপি (পরিশিষ্ট-'ক' অনুযায়ী) ১২-০৭-২০১৫ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। শাখাওয়ারী ঋণের মূল খাত/উপ-খাতওয়ারী বন্টনকৃত লক্ষ্যমাত্রা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের সময় উপ-খাতসমূহের যোগফল অবশ্যই মূল খাতের যোগফলের সাথে মিল থাকতে হবে। একইভাবে শাখাসমূহের মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চলের সংকলিত মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার সাথেও যাতে মিল থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অঞ্চল প্রধানদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যেখানে যে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেশী সেখানে সে সকল খাতে অধিক লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ করতে হবে। যে শাখায় যে ঋণ কর্মসূচী নেই সে শাখায় সে খাতের জন্য যাতে কোন লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ না দেয়া হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্যও অঞ্চল প্রধানদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

০৫। শস্য ঃ

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রপ্তানীকরণের উদ্দেশ্যে ধান, গম, আলু, ডালজাতীয়, তৈলবীজ জাতীয় খাদ্য, মসলাজাতীয়, ভুট্টা ইত্যাদি বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর" আওতাভূক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে শস্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৮০০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত শস্য ঋণের মধ্যে Key Performance Indicator(KPI) মোতাবেত ভূমিহীন ও বর্গা চাষীদের মধ্যে ৬০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ভূমিহীন ও বর্গা চাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় উক্ত বরাদ্দকৃত ঋণ প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শস্যসহ আমদানি বিকল্প এবং আর্থিকভাবে লাভজনক শস্যগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া গড় মৌসুমে যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জন্যও পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping Pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি শস্য উৎপাদন নিবিড়তাও (Cropping Intensity) বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া ভুট্টা, ফুল, শাক-সব্জি, মশলা জাতীয়, ডাল জাতীয়, তেল জাতীয় ইত্যাদি এলাকাভিত্তিক শস্য উৎপাদনের জন্য ''এরিয়া এ্যাপ্রোচ'' পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নিতে হবে। সাথে সাথে এরিয়া এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে যে এলাকায় যে কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সে অঞ্চলের জন্য সে সকল খাতে অধিক বরাদ্দ রাখতে হবে। যেমন- মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, যশোর অঞ্চলে পিঁয়াজ, রসুন, ডাল জাতীয় ফসল; মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা অঞ্চলে ভুট্টা; নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর অঞ্চলে সয়াবীন; নরসিংদী, কুমিল্লা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর অঞ্চলে সব্জি; যশোর, কক্সবাজার অঞ্চলে ফুল, ইত্যাদি উৎপাদনের নিবিড়তা দেখা যায় বিধায় এ সকল অঞ্চলসহ এ ধরণের অন্যান্য অঞ্চলকেও একইভাবে সংশ্লিষ্ট খাতে অধিক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। পার্বত্য জেলাসমূহে আদা, হলুদ, মরিচসহ বিভিন্ন মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ সকল জেলায় এ ধরণের মসলাজাতীয় ফসলের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এ সকল ফসলের জন্য ঋণ বিতরণে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নিতে হবে।

০৬। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার কর্তৃক আমদানি বিকল্প শস্য খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও আমদানি বিকল্প খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে (১) মাসকলাই, (২) মুগ (৩) মশুর, (৪) খেশারী, (৫) ছোলা, (৬) মটর, (৭) অড়হর, (৮) সরিষা, (৯) তিল, (১০) তিষি, (১১) চীনা বাদাম, (১২) সূর্যমুখী, (১৩) সয়াবীন, (১৪) পিঁয়াজ, (১৫) রসুন, (১৬) মরিচ, (১৭) হলুদ, (১৮) আদা, (১৯) জিরা ও (২০) ভুট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আমদানি বিকল্প এ সকল শস্য খাতে কোন অবস্থাতেই গত বছরের চেয়ে কম লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ দেয়া যাবে না। বর্তমানে এ সকল আমদানি বিকল্প শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণের সুদের হার ৪% । এই স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি গ্রাম-গঞ্জে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এ সকল ফসল উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এর ফলে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ফসল পর্যাপ্ত পরিমান উৎপন্ন হবে এবং বিদেশ থেকে এ সব ফসল আমদানি করার প্রয়োজন হবে না। শস্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রেও যেখানে যে ফসল উৎপন্ন হয় না সেখানে সে ফসলের জন্য বরাদ্দ দেয়া যাবে না। বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচীর বাইরেও কোন উদ্যোক্তা বীজ উৎপাদন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বৃহৎ কম্প্যাক্ট এলাকায় কোন ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হলে তাঁদেরকেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করে উক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ দেয়া যাবে।

০৭। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ ছাড়াও ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা আণয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার নামে আমানত হিসাব খুলে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। যাতে করে ঋণ গ্রহীতা তার প্রয়োজন অনুযায়ী যখন যত টাকা দরকার হয় সে পরিমান টাকা উত্তোলনপূর্বক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

০৮। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদানঃ

কৃষি ঋণ সুবিধা বর্গাচাষীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র লাঘব করার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন- চর, হাওড়, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা/০৩

০৯। লবণ চাষীদেরকে ঋণ প্রদানঃ

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের একটি বড় অংশ সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। লবন চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ লবণ চাষীদেরকে প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার আলোকে বিতরণ করতে হবে। প্রকৃত লবন চাষীদেরকে জন প্রতি ০.৫০ বিঘা হতে ২.৫০ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা যাবে। জমি ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে। যে সকল লবণ চাষীর নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমান নির্ধারণের সময় জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে।

১০। সফল কৃষকদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ

যে সকল কৃষক নিজস্ব উদ্যোগে নিজের তহবিল অথবা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহপূর্বক অত্যন্ত কৌশলগতভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজস্ব জমি বা বর্গা জমিতে বিনিয়োগ করে ব্যাপক ফসল উৎপাদনপূর্বক দেশের খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা/অবদান রাখেন তাঁরাই সফল কৃষক। কাজেই সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/কার্যালয় থেকে সফল কৃষকদের তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১১। আমদানি বিকল্প ফসলের জন্য রেয়াতী ৪% হার সুদে ঋণ বিতরণঃ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। এ ধরণের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার কর্তৃক ৪% রেয়াতী হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও এ সকল ফসলে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ করা হয়নি। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশেই ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভূট্টার উৎপাদন বাড়াতে বর্তমানে উক্ত ফসলসমূহ চাষের জন্য প্রকৃত কৃষকদেরকে ৪% হারে কৃষি ঋণ দিতে হবে। উল্লেখ্য, রেয়াতী হার সুদে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচাই সাপেক্ষে ৬% সুদ হারে ভর্তুকী প্রদান করবে। এ সকল খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী পাওয়ার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ কর্তৃক জারীকৃত প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী সময়মত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। যাতে করে যথাসময়ে নির্ভুলভাবে ভর্তুকির টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে দাবী করা সম্ভব হয়।

১২। মৎস্য চাষ ঃ

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টি ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও পুকুর, উন্মুক্ত জলাশয়, ডোবা নালা, হাওড়/বাওড় এ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে যে কোন আয়তনের পুকুর/জলাশয়/জলমহাল/হাওড় ও মৎস্যজীবীদের মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। শাখা কর্তৃক মৎস্য চাষের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে। মৎস্যজীবীগণ যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টি ঘাটতি পুরণের জন্য সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থি প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের সমঝোতা চুক্তির প্রেক্ষিতে Key Performance Indicator(KPI) মোতাবেক মৎস্য চাষ খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৩৬.০০ কোটি টাকা।

১৩। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের চাষ বাড়ানো এবং সেই সাথে গুনগত মাছের অর্থাৎ যে মাছের দাম বেশী, কম সময়ে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং দেশ বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বাড়ানো। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ বলতে মিঠা পানির মাছ/পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেতে/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ী চাষ, উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ী চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী, এ্যাকোয়া কালচার ইত্যাদি প্রাথমিক মৎস্য উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরিত ঋণ এই খাতে প্রদর্শন করতে হবে। প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাংখিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

১৪। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ বিতরণেও এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, নোয়াখালী, ফেনী ইত্যাদি অঞ্চলে সাদা মাছ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে চিংড়ি মাছ(গলদা ও বাগদা) বেশী উৎপাদিত হয় বিধায় এ সকল অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকাকে মৎস্য পল্লী ঘোষনা করে এ খাতে ব্যাপক ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ ধরণের অন্যান্য অঞ্চলকেও একইভাবে এ খাতে অধিক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। অধিক বর্ধনশীল প্রজাতির মাছ যেমন- থাই পাংগাস, GIFT (Genitically Improved Farmed Telapia) তেলাপিয়া, Thai Koi, Thai Sarputi, Bighead carp, Silver carp ইত্যাদি মাছের মিশ্র চাষ অত্যন্ত লাভজনক বিধায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিবেচনায় এ খাতে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ ছাড়াও এ খাতের শিল্পের সাথে লিংকেজ কর্মকান্ডগুলিকেও উৎসাহিত করার জন্য ঋণ বিতরণ করতে হবে।

১৫। দক্ষিণাঞ্চলের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদানঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণ করতে হবে। তাছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে- মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

১৬। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ঃ

নির্ধারিত এলাকায় শাখাসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। কৃষি ঋণের আওতায় চলতি মূলধন আকারে এ সকল ক্ষেত্রে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ দেয়া যেতে পারে।

চলমান পাতা/০৪

১৭। প্রাণীসম্পদ ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণীসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রাণীসম্পদ কৃষি খাতের একটি অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণীসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণীসম্পদের প্রচলিত খাত/উপ-খাত যেমন- হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এ খাতের শিল্পের সাথে লিংকেজ কর্মকান্ডগুলিকেও উৎসাহিত করার জন্য প্রাণী খাদ্য প্রস্তুতকারীগণকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতকারীগণকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। আলোচ্য খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুসৃতব্য।

১৮। সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদে গরু/মহিষ এখনো গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণ। পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য গুড়া দুধের আমদানি বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রীডিং, গরু মোটা-তাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় প্রোটিন চাহিদা মিটানোর ও রপ্তানির লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বলতে হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), মুরগী পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগীর হ্যাচারী বা এগুলোর মিশ্র খামার ইত্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরিত ঋণ এই খাতে প্রদর্শন করতে হবে। অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মৎস্য সম্পদ খাতের অনুরূপ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টি ঘাটতি পুরণের জন্য সরকার কর্তৃক এ খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থি প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের সমঝোতা চুক্তির প্রেক্ষিতে Key Performance Indicator(KPI) মোতাবেক প্রাণীসম্পদ খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মোট ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০০.০০ কোটি টাকা। প্রাণীসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণেও এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ দিতে হবে।

১৯। কৃষি ঋণের প্রধান খাতে(core sector) ঋণ বিতরণঃ

কৃষি ঋণের প্রধান ৩টি খাতে (core sector) (যথা- শস্য, মৎস্য চাষ ও প্রাণীসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২০। সেচ যন্ত্রপাতি ঃ

ভাল ফসল উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে উৎপাদিতব্য ফসলের জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানি ও সেচের অভাবে অধিক ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.০০ কোটি টাকা। শাখাসমূহ কৃষকদের ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ খাতে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী শাখাগুলিকে বরাদ্দ করে দিবেন। তবে এ সব খাতে ঋণ বিতরণ আরো অধিকতর পরিবেশ বান্ধব (Green financing) করার লক্ষ্যে মাটির নীচের পানির চেয়ে মাটির উপরিভাগের পানি (surface water) ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। আলোচ্য খাতে পরিবেশ বান্ধব (Green financing) এর আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ হতে ২৭-০২-২০১২ তারিখে জারীকৃত পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-০১/২০১২ অনুসরণযোগ্য হবে।

২১। কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে (গরু ও মহিষ দিয়ে) জমি চাষ না করে বিজ্ঞান সম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি উপ-খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও ছোট ছোট কৃষি সরঞ্জাম যেমন-ড্রাম সীডার, থ্রেসার, উইডার, ইত্যাদি উপ-খাতেও ব্যাপক ঋণ বিতরণ করতে হবে। এতদ্ভিন্ন সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শাখাসমূহ কর্তৃক দানাদার ইউরিয়া (USG) তৈরীর মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শাখাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা। শাখাসমূহ কৃষকদের জমি চাষাবাদ তথা ভাল ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ খাতে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী শাখাগুলিকে বরাদ্দ করে দিবেন।

২২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরী হলে অনেক সময় কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। গ্রাম-গঞ্জে এখন আর সনাতনী পদ্ধতিতে ধান মরাই করা হয় না। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছোট/বড় ধান মারাইয়ের যন্ত্র আছে-যার মাধ্যমে ধান মারাই করা হয়। একজন কৃষক ধান মারাইয়ের যন্ত্র ব্যবহার করে নিজের ধান মারাই করার পর অন্য কৃষকের ধান মারাই করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন। কাজেই এখন ফসল কাটা/মারাইয়ের যন্ত্র বাণিজ্যিকভাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জন্য কৃষি যন্ত্র হিসাবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক শাখা হতে অন্ততঃ পাঁচটি করে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

২৩। শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানঃ

ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেকসময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.০০ কোটি টাকা।

চলমান পাতা/০৫

২৪। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী ঃ

দারিদ্র বিমোচন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আরো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগ ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/আত্ম-সহায়ক গ্রুপ এর সাথে অন্বয় স্থাপন করে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোগত কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। কাজেই দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড যেমন-বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন/মধু চাষ, হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন, চিড়া/মুড়ি ভাজা ও উহা বিপনণ, গ্রামীণ যানবাহন, নৌকা ক্রয়, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরী, মোমবাতি তৈরী, কাঠের কাজ, কামার, কুমার, তাঁতী, নক্শী কাঁথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির/হস্ত, মুদি দোকান ইত্যাদি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য একক বা দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের এ অবহেলিত/পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

২৫। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য ১৩০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বর্তমানে চালু কর্মসূচীসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচীতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ খাতে বিগত সময়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহের আদায়ের উপর জোর দিতে হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে বিতরিত ঋণগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা সম্ভব হয়। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ শাখাসমূহের সম্ভাব্যতার নিরীখে এ খাতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন।

২৬। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান(MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমঃ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির(MRA) অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট শাখা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে উহা বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা(জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখা তাদেরকে অর্থায়ণের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরীপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা- ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা(জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট MFIs ঋণ বিতরণকারী শাখাকে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ণ প্রকৃতই কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট শাখাকে সরবরাহ করবে।

ঘ) শাখা কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে গণ্য হবে।

ঙ) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট শাখাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান(MFIs) কে দারিদ্র বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(চ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের রুরাল ক্রেডিট বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের জন্য অনুসৃতব্য গাইড লাইন/নীতিমালা অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে এ ঋণ বিতরণ/আদায় মনিটরিং করবে ও মাসিকভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে ঋণ বিতরণের বিবরনী রুরাল ক্রেডিট বিভাগ/শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবে-যাতে করে এ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের তথ্য যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

২৭। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণঃ

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক জনসাধারণকে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহীত করা হয়। সরকারের এ বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় গাছের চারার বিপুল চাহিদা পুরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী খাতে নার্সারি স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা আবশ্যক। এ ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারি উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা নির্বাচনপূর্বক তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২৮। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণঃ

পান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্মরনাতীতকাল হতেই গ্রাম-গঞ্জে/শহরে পারিবারিক ও বাণিজ্যিকভাবে পান ব্যবহৃত হয়। পারিবারিকভাবে মেহমানদারী করার জন্যও পান একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাছাড়াও পানের ব্যবহার সর্বত্র। পান একটি অর্থকরী ফসল। তাই পারিবারিক ও বানিজ্যিক ভিত্তিতে দেশের প্রায় সব এলাকাতেই কম/বেশী পান চাষ হয়। বানিজ্যিক ভিত্তিতে পান চাষের জন্য বিভিন্ন এলাকায় পানের বরজ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতি বছরই পান চাষের জন্য ঋণ নিয়মাচার দেয়া হয়। ব্যাপক পান চাষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটেয়ে পান বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব। কাজেই বরজে পান চাষের জন্য প্রকৃত চাষীদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমান ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পান চাষীদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন পান চাষী যে পরিমান জমিতে পান চাষ করবেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ নিয়মাচার মোতাবেক তাকে ঠিক সেই পরিমান ঋণ প্রদান করতে হবে।

২৯। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণঃ

মধু প্রকৃতির একটি অন্যন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর অনেক চাহিদা রয়েছে। ফেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল আবাদের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যে সব এলাকায় মধু চাষ হয়ে থাকে, সেখানে মৌচাষীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা/০৬

৩০। চলতি মূলধন/চলমান ঋণ ঃ

কৃষি ও অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষি ঋণ খাতের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ কৃষি ঋণের মধ্যে দেখাতে হবে-যা চলতি মূলধন/চলমান ঋণ-১ হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার যে সকল চলতি মূলধন ঋণ কৃষি পণ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়া বহির্ভূত তবে এসএমই ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প এর আওতাভূক্ত সে সকল খাতে বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণসমূহকে কৃষি ঋণ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না-যা চলতি মূলধন ঋণ-২/ক ও চলতি মূলধন ঋণ-২/খ হিসেবে বিবেচিত হবে। এসএমই ঋণের আওতায় বিতরিত চলমান ঋণকে চলমান ঋণ-২/ক এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতের আওতায় বিতরিত চলমান ঋণকে চলতি মূলধন ঋণ-২/খ হিসেবে বিবেচিত করতে হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কৃষি ঋণের আওতায় চলতি মূলধন/চলমান ঋণ-১ খাতে ৭০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ আলোচ্য খাতে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিয়মিত চলমান ঋণসমূহ অনিয়মিত হতে দেয়া যাবে না। ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অনিয়মিত উক্ত চলতি মূলধন ঋণগুলি নিয়মিত করতে হবে। এতদ্সত্বেও যে সকল চলতি মূলধন ঋণ হিসেব অনিয়মিত থাকবে সেগুলি আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ শাখাসমূহের সম্ভাব্যতার নিরীখে এ খাতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন।

৩১। অন্যান্য ঋণ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অন্যান্য ঋণ খাতে ১০৬.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত ১০(দশ)টি মূল খাতের বাইরে কৃষির সাথে সম্পর্কিত অনুমোদিত খাতসমূহে অন্যান্য ঋণ বিতরণ করা যাবে। মেয়াদ/জামানত নির্বিশেষে মেয়াদী আমানত, বিকেবি এমএসএস বা অনুমোদিত অন্য যে কোন সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ দেয়া হোক না কেন উপরোক্ত ১০(দশ)টি মূল খাতের বাইরে অনুমোদিত কৃষি খাতে ঋণ প্রদান করা হলে তা অন্যান্য ঋণ হিসেবে দেখাতে হবে।

৩২। এসএমই (SME)

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই'র বিকাশ ও সম্প্রসারণ বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিক হারে এসএমই প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। শ্রমঘন (labour intensive) এবং উৎপাদন সময়কাল(gestation period) স্বল্প হওয়ায় এ খাতটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। সরকার কর্তৃক এসএমই খাতের উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ও রিপোর্টিং এর সুবিধার্থে এসএমই প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ-২/ক(এসএমই'র আওতায় উৎপাদিত পন্য বিপণন/ট্রেডিং ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) হিসেবে বিভাজন করা হয়েছে।

এসএমই খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিধায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত Key Performance Indicator(KPI) অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এসএমই খাতে মোট ৭০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এসএমই প্রকল্প খাতের জন্য ১০০.০০ কোটি টাকা এবং এসএমই'র আওতায় চলতি মূলধন ঋণ-২/ক খাতের জন্য ৬০০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএমই প্রকল্প খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৪০% ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৬০% মাঝারি শিল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থপকগণ উপরোক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী অঞ্চলের আওতাধীন সকল শাখাসমূহের মধ্যে শাখার বাস্তবতার নিরীখে এসএমই প্রকল্প ও এসএমই'র আওতায় চলতি মূলধন ঋণ-২/ক খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ দিবেন। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ খাতে কাংখিত পরিমান ঋণ বিতরণ হচ্ছে না। সুতরাং আগামী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী SME খাতে যেন ঋণ বিতরিত হয় সে দিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক শাখার ঋণ বিতরণের বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ হতে জারীকৃত পরিকল্পনা ও পরিচালন (প্রবাবি) পরিপত্র নং-২৬/২০১০ তারিখ ৩০-১১-২০১০ এর নীতিকৌশল ও নিয়মাচার যথাযথ অনুসরণ/পরিপালন করতে হবে। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা ও নিয়মাচার পরিবর্তন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিবর্তিত নীতিমালা ও নিয়মাচার অনুরসণযোগ্য হবে। বিতরণকৃত এসএমই প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণ-২/ক খাতে (এসএমই'র আওতায় উৎপাদিত পন্য বিপণন/ট্রেডিং ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) বিতরণকৃত উভয় ঋণই এসএমই খাতে রিপোর্টিং করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের এসএমই বিভাগ মাঠ পর্যায়ের এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবে।

৩৩। কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্পঃ

কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ৭০০.০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতের জন্য ২০০.০০ কোটি টাকা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ-২/খ এর জন্য ৫০০.০০ কোটি টাকা। কৃষি ভিত্তিক শিল্প/ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা ও নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। তাছাড়াও কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ-২/খ(শিল্প/প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত পণ্য বিপণন/ট্রেডিং ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতে দেখাতে হবে। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ শাখাসমূহের সম্ভাব্যতার নিরীখে এ খাতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন।

৩৪। গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ (Green financing) চালুকরণঃ

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণে গ্রীণ-হাউস গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে, বায়ুর গুণগতমান অবনমিত হচ্ছে। ফলে জীব-বৈচিত্র, কৃষি, বনাঞ্চল, শুষ্ক জমি, পানির উৎস, ও মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করি তার অধিকাংশই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি প্রকৃতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। ফলে প্রকৃতিও আমাদের উপর বিরূপ আচরণ করছে। পরিবেশ বিনষ্ট/দূষিত হওয়ার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে-বায়ু-দুষণ, পানি দূষণ, নদী, খাল-বিল ভরাট করে ঘন বসতি স্থাপন, অনিয়মিত শিল্প/ঔষধ কারখানা স্থাপন, যত্রতত্র গৃহস্থালীর বজ্র নিষ্কাশন, বনাঞ্চল উজার/ধ্বংস, খালী জায়গা কমে যাওয়া, জীব-বৈচিত্রের বিলুপ্তি ইত্যাদি। কাজেই প্রাকৃতিক এই ভারসাম্য যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রেখে আমাদেরকে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ (গ্রীন ফাইন্যান্সিং) করতে হবে। তাহলে প্রকৃতি/আবহাওয়ার এই বিরূপ প্রভাব থেকে আমরা রক্ষা পেতে সুষম হবো। আমাদের এই সুন্দরতম ধরণীকে আমাদের মত করে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই শাখাসমূহ ঋণ বিতরণের সময় পরিবেশ/আবহওয়া দূষণ হতে পারে এমন শিল্প কলকারখানাসমূহে ঋণ বিতরণ নিরুৎসাহ করতে হবে। শিল্প/কলকারখানায় Effluent Treatment Plant(ETP) স্থাপনে উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, ETP স্থাপন, ইটের ভাটায় Hybrid Hofman Kiln (HHK) স্থাপনে ঋণ দিতে হবে।

চলমান পাতা/০৭

আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষকদেরকে লবনাক্ত এলাকায় salinity resistant crop, জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবন এলাকায় water resistant crop, খরা প্রবাহ এলাকায় drought resistant crop, সেচের জন্য মাটির নীচের পানির চেয়ে মাটির উপরিভাগের পানি (surface water) ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। রাসায়নিক সার ও জীবানুনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে হবে। গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ(Green financing) সম্পর্কিত বিস্তারিত গাইড লাইন/ নীতিমালা গত ২৭-০২-২০১২ তারিখে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-০১/২০১২ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ থেকে জারী করা হয়েছে-যা যথাযথ পরিপালন/ অনুসরনপূর্বক গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় গ্রীণ ফাইন্যান্সিং পরিচালন করতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও পরিবেশ বন্ধব অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন(Refinance) স্কীমের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ হতে জারীকৃত ২২-১২-২০১৩ তারিখের পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১৭/২০১৩ অনুসরণপূর্বক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় সুবিধা গ্রহণ করে এ সকল খাতে ঋণ বিতরণের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩৫। <u>২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণে অনুসরণীয় দিক-নির্দেশনাঃ</u>

ক. অগ্রাধিকার প্রদত্ত আমদানী বিকল্প শস্যসহ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মৌসুমের সকল প্রকার শস্যের জন্য চাহিদা অনুয়ায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে এলাকায় যে ফসল বেশী উৎপাদিত হয় সে এলাকায় সে ফসলের জন্য অধিক পরিমানে ঋণ বিতরণ করে শস্য ঋণ বিতরণের পরিমান বাড়াতে হবে।

খ. দেশের বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত অনাবাদী জমি ও হাজা-মজা পুকুর পড়ে রয়েছে। এই সকল অনাবাদী জমি হাজা-মজা পুকুর/ জলাশয় সংশ্লিষ্ট জমি/পুকুর এর মালিকদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে আবাদের আওতায় এনে কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. এ দেশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাওড়/জলমহাল রয়েছে। এ সকল অঞ্চলে সাধারণতঃ মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল অঞ্চলে মৎস্য আহরণের পাশাপাশি ব্যাপক শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. মৎস্য চাষ খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা অধিক্ষেত্রের সকল পুকুর চিহ্নিত করে তার ন্যুনতম ৮০% পুকুরে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিতে হবে।

ঙ. চলতি অর্থ বছরে প্রতি জেলায় ন্যুনতম ২টি মৎস্য পোনা উৎপাদন হ্যাচারী এবং প্রতি বিভাগে ৩টি উন্নত মৎস্য পোনা উৎপাদন হ্যাচারী স্থাপনের জন্য ঋণ দিতে হবে।

চ. বর্তমানে মৎস্য চাষ ও প্রাণী সম্পদ এর Linkage Industry হিসাবে Feed mill অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। "Feed to flesh" এ concept এর আওতায় চিংড়ী ও মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদকে আরো সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে মাছের খাদ্য (Fish meal) এবং প্রাণী খাদ্য (Animal feed) উৎপাদনের জন্য Feed mill স্থাপনের ঋণ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন শাখাসমূহের মাধ্যমে ন্যুনতম ১টি করে ঋববফ সরষষ স্থাপনের জন্য ঋণ দিতে হবে।

ছ. সরকার কর্তৃক নির্দেশিত Key Performance Indicator(KPI) অনুযায়ী ভূমিহীন, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদেরকে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ সহায়তা প্রদানপূর্বক কৃষি ঋণ বিতরণ প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

জ. বর্তমানে বাউকুল, আপেল কুল, ছফেদা, কাজী পেয়ারা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। এ সকল ফলের উৎপাদন খরচও তুলনামূলকভাবে কম। এ সকল ফল স্বল্প সময়ে অধিক পরিমান উৎপন্ন হয় বিধায় এগুলোর চাষ অনেক লাভজনক। তাই বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিবেচনায় এরিয়া এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে এ সকল ফল উৎপাদনের জন্য ব্যাপক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

ঝ. প্রতি জেলায় ১০টি ব্রয়লার খামার ও ১০টি গাভী/গরু মোটাতাজাকরণ খামারের ঋণ দিতে হবে।

ঞ. সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। চলতি বছরের প্রথম থেকেই এ খাতে বরাদ্ধকৃত সমুদয় অর্থ সুষ্ঠু বিনিয়োগে সচেষ্ট হতে হবে।

ট. এসএমই তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের কৃষি উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদিত পন্যের সংরক্ষন, খামার স্থাপন ইত্যাদি মেয়াদী প্রকল্প ঋণের জন্য সম্ভাবনাময় নতুন নতুন উদ্যোক্তা/কোম্পানী চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর এ সব প্রকল্পে মেয়াদী ঋণ ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/কোম্পানী চিহ্নিত করণের কাজটি সতর্কতার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ঠ. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রতিটি মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন শাখাসমূহের মাধ্যমে ন্যুনতম ০২টি করে শস্য বীজ উৎপাদন খামার (Seed Farm) ঋণ দিতে হবে। উন্নত বীজ অধিক ফলনের পূর্ব শর্ত। তাই ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ কর্মসূচীতে বীজ উৎপাদনকে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ একটি বিশেষায়িত প্রযুক্তি নির্ভর বিষয়। বীজ উৎপাদনকারী ও আমদানীকারকদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ-উন্নত/হাইব্রীড বীজ সরবরাহ করার জন্য ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন এবং বাজারজাতকরণ খাতের ঋণ চলতি মূলধন ঋণ খাতে দেখাতে হবে।

ড. একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেডিং লোন সঠিকভাবে প্রাক্কলনের মাধ্যমে মঞ্জুরী ও বিতরণ করে বরাদ্ধকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকীর মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

ঢ. উপরে উল্লেখিত খাত ছাড়াও আরো নতুন নতুন খাত চিহ্নিত করে অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

চলমান পাতা/০৮

৩৬। ৩৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সর্বদা স্মরণ রেখে ঋণ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

ক. অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নেই এই অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনে অন্য খাত হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ. মেয়াদী/বন্ধকী ঋণ বিতরণের উপর জোর দিতে হবে এবং এ খাতসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

গ. ঋণের গুনগত মান সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে যাতে বর্তমানে বিতরিত ঋণ আগামীতে শ্রেনীকৃত (CL) না হয়। ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করতে হবে।

ঘ. পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেনীকৃত ঋণের পরিমান বাড়াতে হবে। পুণঃঋণের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। সকল নতুন শস্য ঋণ ০৭(সাত) দিনের মধ্যে মঞ্জুর ও বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। রিপিট ঋণের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত শস্য/অশস্য ঋণ সুদাসলে সম্পূর্ণরূপে আদায় ও হিসাবভূক্তি হওয়ার (বিলম্বে গ্রহণ ব্যতীত) পরবর্তী দিনেই আদায়কৃত টাকার সমপরিমান এবং আদায়কৃত টাকার বেশীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকা আদায় ও হিসাবভূক্তির ০১(এক)টি কার্য দিবস পর(বিলম্বে গ্রহণ ব্যতীত) কৃষি ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। ঋণ বিতরণে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ. ব্যাংক ঋণের সুবিধা, কম সুদের হার এবং সহজলভ্যতার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে কৃষকদেরকে অবহিত করতে হবে। কৃষকের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে তাদেরকে কৃষি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ঋণ নেয়ার জন্য পুনরায় মহাজনের দারস্থ হতে না হয়।

ছ. যথাযথভাবে পাশ বই ইস্যু ছাড়া কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

জ. প্রত্যেক খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।

ঝ. কৃষি ঋণসহ অন্য কোন ঋণ আবেদনপত্র যে কোন কারণে বাতিল হলে তা আবশ্যিকভাবে আলাদা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে-যাতে করে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা নিরীক্ষা দল/উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানতে চাইলে তা দেখানো সম্ভব হয়।

৩৭। ঋণ বিতরণকালে ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল ও সময়ে সময়ে জারীকৃত পত্র/পরিপত্রের নির্দেশনা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা ও নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ঋণ শৃংখলা বজায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ঋণদান কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য অঞ্চল/শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে অনুরোধ করা হলো। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে সিংহভাগ ঋণের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত আসে এবং সহসা কোন ঋণ SMA, WCL অথবা CL না হয়।

৩৮। কোন কারণে বিভাগাধীন অঞ্চলসমূহের মধ্যে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক স্ব-স্ব বিভাগাধীন অঞ্চলসমূহের মধ্যে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে তা করতে পারবেন। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজনে মূল খাত অপরিবর্তিত রেখে, অর্থাৎ একই মূল খাতের ঋণের উপ-খাতসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে পারবেন, কিন্তু স্বল্প মেয়াদী হতে মেয়াদী বা মেয়াদী হতে স্বল্প মেয়াদী এবং মূল খাতসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় করতে পারবেন না। আন্তঃবিভাগীয় এবং মেয়াদভিত্তিক ও মূল-খাতভিত্তিক আন্তঃসমন্বয়ের প্রয়োজন হলে তা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক করা হবে।

৩৯। ঋণ বিতরণে অত্র ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা যথাযথ পরিপালনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হবে।

৪০। <u>মনিটরিং ব্যবস্থাঃ</u>

কৃষি ঋণ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোন হয়রানীর স্বীকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম প্রধান কার্যালয় পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় পর্যায় এই ০৩(তিন) স্তরে নিয়মিত অফ-সাইট/অন-সাইট মনিটরিং করতে হবে। শাখার ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ হতে গত ১২-০৫-২০০৯ তারিখে জারীকৃত পত্র নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০০৮-২০০৯/১৮৬৫(১২০০) এর নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ/পরিপালন করতে হবে। শাখাসমূহের কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাংলদেশ ব্যাংক থেকেও নিয়মিত অফ-সাইট/অন-সাইট মনিটরিং করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শাখা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

৪১। <u>তথ্য বিবরণী প্রস্তুত ও সরবরাহকরণ(রিপোর্টিং)</u>ঃ

বার্ষিক ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী নিম্নোক্তভাবে প্রস্তুতপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবেঃ-

(১) নির্ধারিত সংযুক্ত ছক মোতাবেক বিবরণী প্রস্তুত করে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে(বৃহস্পতিবার সমাপ্ত সপ্তাহের বিবরণী পরবর্তি সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ রবিবার দিন) শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) যে খাতে ঋণ বিতরণ করা হবে তথ্য বিবরণীতে সেই খাতেই বিতরিত ঋণ প্রদর্শন করতে হবে।

(৩) এসএমই এর প্রকল্প ঋণ এবং এসএমই ঋণের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ-২/ক যথাক্রমে এসএমই এর প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণ- ২/ক খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

(৪) কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ-২/খ যথাক্রমে কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণ- ২/খ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

(৫) শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতের সিসি ঋণ শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে দেখাতে হবে।

(৬) এসএমই, কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত (ফান্ডেড)ঋণ ব্যতিত সকল খাতের ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে প্রদর্শন করতে হবে।

চলমান পাতা/০৯

৪২। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অত্র বার্ষিক ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর পরিপত্রে কোন বিষয় বাদ পড়লে বা উহ্য থাকলে সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণীয় হবে।

৪৩। অত্র ঋণ বিতরণ নীতিমালায় কোন ধরণের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে তা স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ ফিরোজ খান)
মহাব্যবস্থাপক
(নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ)
তারিখ ঃ ২৮-০৬-২০১৫

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০১৪-২০১৫/ ২৩০০(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। ষ্টাফ অফিসার, সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। মহাব্যবস্থাপক ও অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।
০৭। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে উপরোক্ত সার্কুলারটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৯। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১৩। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে)।
১৫। নথি/মহানথি।

(মোঃ শাহ্‌জাহান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৭৪০২৫

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ কার্যালয়ের নাম	শস্য			সেচ যন্ত্র পাতি	কৃষি যন্ত্র পাতি	দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রাণী সম্পদ (KPI মোতাবেক)	চিংড়ী ও মৎস চাষ (KPI মোতাবেক)	শস্য গুদামজাত ও বাজারজাত করণ	দারিদ্র বিমোচন						অন্যান্য খাত			মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা
		শস্য (ভূমিহীন বর্গা চাষী ব্যতিত)	ভূমিহীন বর্গা চাষী (KPI মোতাবেক)	মোট শস্য						স্বনির্ভর ঋণ	এমএফআই এর মাধ্যমে	ইউএনসি ডিএফ	১০/-হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিকভূমিহীন কৃষক,প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনঃঅর্থায়নের অধীনে ঋণদান কর্মসূচী	অন্যান্য দাঃবিঃ	মোট দাঃবিঃ	চলতিমূলধন -১ (কৃষি ঋণ সম্পর্কিত)	অন্যান্য ঋণ	মোট অন্যান্য ঋণ	
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬ (১১+১২+১৩+ ১৪+১৫)	১৭	১৮	১৯ (১৭+১৮)	২০ (৫+৬+৭+৮+৯+ ১০+১৬+১৯)
১	ঢাকা	২০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	১.০০	২.৫০	৮৫.০০	৫০.০০	১.০০	৭.০০	৬০.০০	০.২৫	৪.০০	৪.০০	৭৫.২৫	১৬১.০০	২৪.২৫	১৮৫.২৫	৭০০.০০
২	ময়মনসিংহ	২৬০.০০	৭০.০০	৩৩০.০০	১.০০	২.৫০	৬০.০০	৬০.০০	০.৫০	৩.৫০	০	০.২৫	২.৫০	৩.০০	৯.২৫	৭২.০০	১৪.৭৫	৮৬.৭৫	৫৫০.০০
৩	চট্টগ্রাম	২২৬.০০	৭৪.০০	৩০০.০০	০.৫০	১.৫০	৪০.০০	৩০.০০	০.৫০	১.০০	০	০	১.০০	৩.০০	৫.০০	১০২.০০	১০.৫০	১১২.৫০	৪৯০.০০
৪	খুলনা	১৩৫.০০	৬৫.০০	২০০.০০	১.০০	২.০০	৬০.০০	১৭৬.০০	০.৫০	১.৫০	০	০.৩০	১.০০	২.০০	৪.৮০	৫০.০০	১০.৭০	৬০.৭০	৫০৫.০০
৫	কুষ্টিয়া	২৩০.০০	৭০.০০	৩০০.০০	১.০০	২.০০	৭০.০০	৩০.০০	০.৫০	৩.৫০	০	০.১৫	২.৫০	২.০০	৮.১৫	৬৫.০০	৯.৩৫	৭৪.৩৫	৪৮৬.০০
৬	কুমিল্লা	২৪৫.০০	৬৫.০০	৩১০.০০	১.০০	২.০০	৬০.০০	৭০.০০	০.৫০	২.০০	০	০.৪০	২.০০	৪.০০	৮.৪০	৮৫.০০	১০.১০	৯৫.১০	৫৪৭.০০
৭	বরিশাল	২৮৪.০০	৬৬.০০	৩৫০.০০	১.০০	০.৫০	৫০.০০	৫৫.০০	০.৫০	৪.০০	০	০.২৫	২.৫০	২.০০	৮.৭৫	২৩.০০	৭.২৫	৩০.২৫	৪৯৬.০০
৮	ফরিদপুর	২৩০.০০	৬০.০০	২৯০.০০	১.০০	১.৫০	৫০.০০	৪৫.০০	০.৫০	৩.০০	০	০.৩০	২.৫০	২.০০	৭.৮০	২৬.০০	৬.২০	৩২.২০	৪২৮.০০
৯	সিলেট	১৯০.০০	৩০.০০	২২০.০০	০.৫০	০.৫০	২৫.০০	২০.০০	০.৫০	০.৫০	০	০.১০	১.০০	১.০০	২.৬০	৪৫.০০	৩.৯০	৪৮.৯০	৩১৮.০০
১০	এলপিও	২০০.০০	০	২০০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭১.০০	৯.০০	৮০.০০	২৮০.০০
	মোট	২২০০.০০	৬০০.০০	২৮০০.০০	৮.০০	১৫.০০	৫০০.০০	৫৩৬.০০	৫.০০	২৬.০০	৬০.০০	২.০০	১৯.০০	২৩.০০	১৩০.০০	৭০০.০০	১০৬.০০	৮০৬.০০	৪৮০০.০০

ALMAS/Weekly-1

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ কার্যালয়ের নাম	এসএমই ঋণ					কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ			বৈদেশিক বানিজ্য সম্পর্কিত ফান্ডেড ঋণ	সর্বমোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা
		প্রকল্প ঋণ			চলতিমূলধন -২(ক) (এসএমই ঋণের আওতায় উৎপাদিত পণ্য বিপনন/ট্রেডিং ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল)	মোট এসএমই ঋণ	প্রকল্প ঋণ	চলতিমূলধন -২(খ) (কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণের আওতায় উৎপাদিত পণ্য বিপনন/ট্রেডিং ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল)	মোট কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ		
		ক্ষুদ্র (৪০%)	মাঝারী (৬০%)	মোট প্রকল্প ঋণ							
-	-	২১	২২	২৩ (২১+২২)	২৪	২৫ (২৩+২৪)	২৬	২৭	২৮ (২৬+২৭)	২৯	৩০ (২৫+২৫+২৮+২৯)
১	ঢাকা	৭.২০	১০.৮০	১৮.০০	১০৫.০০	১২৩.০০	৭০.০০	৯০.০০	১৬০.০০	১০২.০০	১০৮৫.০০
২	ময়মনসিংহ	২.৮০	৪.২০	৭.০০	৬০.০০	৬৭.০০	৩.০০	৪৮.০০	৫১.০০	২.০০	৬৭০.০০
৩	চট্টগ্রাম	৬.৮০	১০.২০	১৭.০০	১০০.০০	১১৭.০০	২০.০০	৭৯.০০	৯৯.০০	৮৫.০০	৭৯১.০০
৪	খুলনা	৩.২০	৪.৮০	৮.০০	৬০.০০	৬৮.০০	৫.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০.০০	৬১৮.০০
৫	কুষ্টিয়া	২.৪০	৩.৬০	৬.০০	৫৫.০০	৬১.০০	৫.০০	৩৫.৫০	৪০.৫০	০.৫০	৫৮৮.০০
৬	কুমিল্লা	৪.০০	৬.০০	১০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫.০০	৫৩.০০	৫৮.০০	০	৬৯৫.০০
৭	বরিশাল	২.৪০	৩.৬০	৬.০০	২০.০০	২৬.০০	১.০০	১১.০০	১২.০০	০	৫৩৪.০০
৮	ফরিদপুর	২.৪০	৩.৬০	৬.০০	৪৫.০০	৫১.০০	১.০০	৩১.০০	৩২.০০	০	৫১১.০০
৯	সিলেট	২.৮০	৪.২০	৭.০০	৫০.০০	৫৭.০০	১০.০০	৫০.৫০	৬০.৫০	০.৫০	৪৩৬.০০
১০	এলপিও	৬.০০	৯.০০	১৫.০০	২৫.০০	৪০.০০	৮০.০০	৭২.০০	১৫২.০০	৩০০.০০	৭৭২.০০
	মোট	৪০.০০	৬০.০০	১০০.০০	৬০০.০০	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০	৭০০.০০	৫০০.০০	৬৭০০.০০